# 45529 - মানুষ সৃষ্টরি হকেমত

প্রশ্ন

মানুষ সৃষ্টরি হকেমত বা গুঢ় রহস্য কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

আল্লাহ তাআলা "হকিমত" বা প্রজ্ঞার গুণে গুণান্বতি। তাঁর মহান নামরে মধ্যে রয়ছে- "আল-হাকমি" বা প্রজ্ঞাবান। জনেে রাখা উচতি, আল্লাহ তাআলা কোন কছিু অনর্থক সৃষ্টি করনেনি। বরং তনিি অনর্থক কোন কছিু করা থকেে পবত্রি। বরং তনিি মহান হকিমত ও সার্বকি কল্যাণরে ভত্তিতিে সৃষ্টি করে থাকনে। এ হকেমত কউে জানে; কউে জানে না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে এ বষিয়টি উল্লখে করছেনে। তনিি পরস্কিারভাবে উল্লখে করছেনে য,ে তনিি মানুষকে অনর্থক সৃষ্টি করনেনি। আসমান ও জমনি অনর্থক সৃষ্টি করনেনি। আল্লাহ তাআলা বলনে: "তোমরা কি মনে কর আমি তোমাদরেকে অনর্থক সৃষ্টি করছে।ি তোমরা আমার নকিট প্রর্ত্যাবর্তন করবে না। সত্যকিার বাদশা আল্লাহ মহান হনে। তনিি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নইে; যনিি মহান আরশরে অধপিতি।"[সূরা মুমনিূন, আয়াত: ১১৫, ১১৬] আল্লাহ তাআলা বলনে: "আসমান-জমনি এবং এ দুইটরি মাঝে যা কছিু আছে সে সব আমি তামাশা করে সৃষ্টি করনি।ি"[সূরা আম্বয়িা, আয়াত: ১৬] আল্লাহ আরও বলনে: "আমি আসমান-জমনি আর এ দুটরি মাঝে যা আছে সে সব তামাশা করে সৃষ্টি করনি।ি আমি ও দুটকিে যথাযথ উদ্দশ্যে সৃষ্টি করছে।ি কন্তিু অধকিাংশ মানুষ তা জানে না।"[সূরা দুখান, আয়াত: ৩৮, ৩৯] তনিি আরও বলনে: "হা-মীম। এই কতিাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থকেে অবতীর্ণ। নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডল ও এতদুভয়রে মধ্যবর্তী সবকছিু আমি যথাযথভাবইে এবং নর্দিষ্টি সময়রে জন্যইে সৃষ্টি করছে।ি কাফরেদরেকে যে বষিয়ে সাবধান করা হয়ছেে তারা তা থকেে মুখ ফরিয়িে নয়ে।"[সূরা আহকাফ, আয়াত: ১-৩]

মানুষ সৃষ্টরি হকেমত শরয়ি দলিলি দ্বারা যমেন সাব্যস্ত তমেনি যৌক্তকিভাবে সাব্যস্ত। সুতরাং যে কোন ববিকেবান মানুষ এটি মানতে বাধ্য য,ে সবকছিু বশিষে হকেমতরে প্রক্ষেতিে সৃষ্টি করা হয়ছে।ে ববিকেবান মানুষ ব্যক্তগিত জীবনওে কোন কছিু কারণ ছাড়া করা থকেে নজিরে পবত্রিতা ঘোষণা কর।ে সুতরাং মহান প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তাআলার ক্ষত্রেে আমরা কি ভাবতে পার?ি!

তাইতো ববিকেবান মুমনিগণ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি-রিহস্য সাব্যস্ত করে থাকনে। আর কাফরেরো সটো অস্বীকার করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলনে: "নশ্চিয় আসমান ও যমীন সৃষ্টতিে এবং রাত্র ি ও দনিরে আবর্তনে নদির্শন রয়ছেে বোধ সম্পন্ন লোকদরে জন্য। যাঁরা দাঁড়য়িে, বসে ও শায়তি অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চন্তিা গবষেণা করে আসমান ও জমনি সৃষ্টরি বষিয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদগোর! এসব তুম অিনর্থক সৃষ্ট করনি। সকল পবত্রিতা তোমোরই, আমাদগিকে তুম দিোযখরে শাস্তি থকেে বাঁচাও।"[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯০-১৯১] সৃষ্ট সিম্পর্কে কাফরেদরে দৃষ্টভিঙ্গি তুলে ধরতে গয়িে তনিি বলনে: "আম আিসমান-যমীন ও এ দু' এর মধ্যে যা কছিু আছে তা অনর্থক সৃষ্ট করনি। এ রকম ধারণা তো কাফরিরা করে, কাজইে কাফরিদরে জন্য আছে জাহান্নামরে দূর্ভোগ।"[সূরা স্বাদ, আয়াত: ২৭]

শাইখ আব্দুর সাদী (রহঃ) বলনে:

আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমনি সৃষ্টরি মহান হকেমত সম্পর্কে অবহতি করছনে য, তনিি এ দুট উিদ্দশ্যেহীনভাবে অনর্থক বা খলোচ্ছলে সৃষ্ট করনেনি।

"এ রকম ধারণা তো কাফরিরা করে" অর্থাৎ এ রকম ধারণা কাফরেরো তাদরে প্রতপিালক সম্পর্কে করে। য ধারণা তাঁর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

"কাজইে কাফরিদরে জন্য আছে জাহান্নামরে দূর্ভোগ" জাহান্নাম হকভাবে তাদরেকে পাকড়াও করবে এবং চরমভাবে পাকড়াও করব। আল্লাহ তাআলা এ আসমান ও জমনিকে হকভাবে তথা ন্যায্যভাবে সৃষ্ট করছেনে, ন্যায়রে জন্য সৃষ্ট করছেনে। তনিি এ দুট সিৃষ্ট করে বান্দাকে তাঁর মহান জ্ঞান, ক্ষমতা ও অবাধ পরাক্রমশালতিা জানাতে চয়েছেনে এবং জানাতে চয়েছেনে য, তনিইি একমাত্র মাবুদ বা উপাসনার পাত্র; যারা আসমান-জমনিরে একট বিন্দুও সৃষ্ট করনে তিারা উপাসনার যোগ্য নয়। আরও জানাতে চয়েছেনে য, পূনরূত্থান হক বা সত্য। অচরিইে আল্লাহ তাআলা নকেকার ও বদকারদরে মধ্যে ফয়সালা করবনে। আল্লাহর হকেমত সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্ত যিনে মনে না করে য, আল্লাহ উভয়রে সাথে সমান আচরণ করবনে। তাইতো আল্লাহ তাআলা বলছেনে: "যারা ঈমান এনছেে ও সৎ কর্ম করছেে আম কি তাদরেকে পৃথবিীতে বপির্যয় সৃষ্টকিারীদরে (কাফরেদরে) সমতুল্য গণ্য করব? নাকি আম মিুত্তাকদিরেকে পাপাচারীদরে সমান গণ্য করব।"[সূরা স্বাদ, আয়াত: ২৮] উভয়রে সাথে সমান আচরণ আল্লাহর হকেমত ও তাঁর বধিান বরিোধী। সমাপ্ত [তাফসরিে সাদী, পৃষ্ঠা- ৭১২]

দুই:

চতুষ্পদ জন্তুর মত শুধু পানাহার ও বংশবৃদ্ধরি জন্য আল্লাহ মানুষকে সৃষ্ট করনেনি। আল্লাহ মানুষকে সম্মানতি করছেনে। অনকে সৃষ্টরি উপর আল্লাহ মানুষকে মর্যাদা দয়িছেনে। কন্তিু অধকিাংশ মানুষ কুফরকিে গ্রহণ করে নয়িছেে এবং য মহান উদ্দশ্যে তাদরেকে সৃষ্ট করা হয়ছেে সটোকে তারা বমোলুম ভুলে গছেে বা অস্বীকার করছে। তাদরে চরম উদ্দশ্যে হচ্ছ-ে দুনয়িাকে উপভোগ করা। এদরে জীবন চতুষ্পদ জন্তুর জীবনরে মত। বরং তারা চতুষ্পদ জন্তুর চয়েে অধম। আল্লাহ তাআলা

বলনে: “আর যারা কুফরি করে তারা ভোগ-বলিাসে মত্ত থাকে আর আহার করে যভোবে আহার করে চতুষ্পদ জন্তু জানোয়াররা।”[সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১২] তনিি আরও বলনে, “ছড়েে দাও ওদরেকে, ওরা খতেে থাক আর ভোগ করতে থাক, আর (মথিযে) আশা ওদরেকে উদাসীনতায় ডুবয়িে রাখুক, শীঘ্রই ওরা (ওদরে আমলরে পরণিতি) জানতে পারবে।”।[সূরা আল-হজির, আয়াত: ৩] তনিি আরও বলনে: “আমি বহু সংখ্যক জ্বীন আর মানুষকে দোযখরে জন্য সৃষ্টি করছে,ি তাদরে অন্তর আছে কন্িতুা দয়িে তারা উপলব্ধি করে না, তাদরে চোখ আছে কন্িতুা দয়িে তারা দখেে না, আর তাদরে কান রয়ছেে কন্িতুা দয়িে শোনে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চয়েওে নকিৃষ্টতর। তারা একবোরে বে-খবর।”[সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৭৯] ববিকেবান সবাই জানে যে, যে ব্যক্তি কোন কছিু তরৈী করনে তনিি এর হকেমত সম্পর্কে অন্যরে তুলনায় ভাল জাননে। আর আল্লাহর জন্য উত্তম উদাহরণ প্রযোজ্য, যহেতেু তনিইি মানুষ সৃষ্টি করছেনে। তাই মানুষ সৃষ্টরি হকেমত সম্পর্কে তনিইি ভাল জানবনে। দুনয়িাবি বভিন্নি ক্ষত্রেে এটা যে সঠকি এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বমিত নইে। মানুষ নশ্চিতি যে, তার বভিন্নি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বশিষে একটা হকেমত বা উদ্দশ্যেে সৃষ্টি করা হয়ছেে। চক্ষু সৃষ্টি করা হয়ছেে দখোর জন্য। কান সৃষ্টি করা হয়ছেে শুনার জন্য। এভাবে প্রত্যকেটি অঙ্গ। এটি কি যুক্তসিঙ্গত যে, মানুষরে প্রত্যকেটি অঙ্গ বশিষে একটা উদ্দশ্যেসৃষ্টি করা হয়ছেে আর মানব সত্ত্বাকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়ছে?! অথবা যনিি তাকে সৃষ্টি করছেনে তনিি যখন তাকে সৃষ্টি করার উদ্দশ্যে বর্ণনা করনে তখন সে সটো গ্রহণ করতে নারাজ?!

তনি:

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করছেনে যে, তনিি আসমান-জমনি, জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করছেনে পরীক্ষা করার জন্য। মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য- কে তাঁর আনুগত্য করে যাতে তাকে পুরস্কৃত করতে পারনে; আর কে তাঁর অবাধ্য হয় যাতে তাকে শাস্তি দতিে পারনে। তনিি বলনে: “যনিি করছেনে মরণ ও জীবন যাতে তোমাদরেকে পরীক্ষা করনে- আমলরে দকি দয়িে তোমাদরে মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম? তনিি মহা শক্তধির, অতি ক্ষমাশীল।”[সূরা আল-মুল্ক, আয়াত: ২]

এ পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রভাব ফুটে উঠে। যমেন-‘আল-রহমান’, ‘আল-গফুর’, ‘আল-হাকমি’, ‘আল-তাওয়াব’, ‘আল-রহীম’ ইত্যাদি আল্লাহর গুণবাচক নাম।

সবচয়েে যে মহান উদ্দশ্যে ও মহা পরীক্ষার জন্য মানুষ সৃষ্টি করা হয়ছেে সটো হচ্ছ-ে তাওহীদ বা নরিংকুশভাবে এক আল্লাহর ইবাদতরে নর্িদশে প্রদান করা। আল্লাহ নজিইে মানুষ সৃষ্টরি এ উদ্দশ্যে বর্ণনা করছেনে। তনিি বলনে: “আমি জন্নি ও মানবকে সৃষ্টি করছেি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই ‘ইবাদাত করবে।”[সূরা যারয়িাত, আয়াত: ৫৬]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলনে:

অর্থাৎ আমি তাদরেকে সৃষ্টি করছেি তাদরেকে আমার ইবাদতরে নর্িদশে প্রদান করার জন্য; তাদরে প্রতি আমার মুখাপক্ষেতিার কারণে নয়। আলি বনি আবু তালহা ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে যে, “একমাত্র আমার ইবাদতরে

জন্য” অর্থাৎ যাতে তারা ইচ্ছাই বা অনিচ্ছায় আমার ইবাদতের স্বীকৃতি দেয়। এটি ইবনে জারীরের নির্বাচিত তাফসির। ইবনে জুরাইয বলেন: যাতে তারা আমাকে চিনে। আল-রাবি বিন আনাস বলেন: “একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য” অর্থাৎ ইবাদতের জন্য। সমাপ্ত [তাফসিরে ইবনে কাছির (৪/২৩৯)]

শাইখ আব্দুর রহমান আল-সাদী (রহঃ) বলেন:

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য, তাঁর নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে তাঁকে চেনার জন্য এবং তিনি তাঁকে সে নির্দেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল হবে এবং নির্দেশ পালন করবে সে সফলকাম। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিবে সে ক্ষতগ্রিস্ত। তাদেরকে এমনস্থানে সম্মিলিত করা অনিবার্য যেখানে তিনি তাদেরকে তার আদেশ-নিষেধ পালনের ভিত্তিতে প্রতিদান দিতে পারবেন। এ কারণে মুশরিকদের প্রতিদানকে অস্বীকার করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর যদি আপনি তাদেরকে বলেন যে, নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত ওঠানো হবে, তখন কাফেররো অবশ্য বলে এটা তো স্পষ্ট যাদু!"[সূরা হুদ, আয়াত: ০৭] অর্থাৎ যদি আপনি এদেরকে বলেন এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের ব্যাপারে সংবাদ দেন তারা আপনার কথায় বিশ্বাস করবে না। বরং আপনাকে তীব্রভাবে মিথ্যায়ন করবে এবং আপনি যা নিয়ে এসেছেন সেটার উপর অপবাদ দিবে। তারা বলবে: “এটা তো স্পষ্ট যাদু”

জেনে রাখুন এটা স্পষ্ট সত্য। সমাপ্ত [তাফসিরে সাদী, পৃষ্ঠা- ৩৩৩]

আল্লাহই ভাল জানেন।